সেলিম রেজা'র চারটি কবিতা

স্বপ্ন ও বাসনা

মাঝে মাঝে স্বপ্ন ঘোরের মধ্যে হারিয়ে যায়
ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে
যেন মিশে যাচ্ছে অন্য কোথাও, অন্য কারো সত্ত্বায়
একটি চেহারা একটি অবয়বে
পৃথিবীর সব মাদকতা, টানে আরও কাছে টানে
হারিয়ে যায় অচেনা অরণ্যের গহীনে।
তবুও ফেরার তীব্র বাসনা
কখনো কখনো একটি চেহারার কাছে ফিরতে চায়
কোলাহল থেমে গেলে দীর্ঘ আকাশ দেখার আগ্রহ-
দখিনা জানালায় উঁকি দিয়ে নিরবে ডাকে;
বাঁশবন-কাশবন পেরিয়ে নদীর কাছে
স্বপ্ন ও বাসনা খেলে লুকোচুরি।

দিনলিপি-২

অভিমান- অভিমান করে
নিঃশব্দ নিরিবিলি;
গোটা মাস কেটে গেল
কেউ ঠাহর করেনি।
দুঃখ- দুঃখ পেয়ে
পাশ ফিরে শোয়
গোটা বছর কেটে গেল
সুখ ঘরে ফেরেনি।
ভুল-ভুল করে
মানে না শাসন
গোটা যুগ কেটে গেল
শুনেনি বারণ।

অদৃশ্য কায়াগুলো রেখে যায় ভয়!

গভীর রাত ভুতুড়ে অন্ধকার
শূণ্য বিরান, আলো আঁধারীর
ঠিক মাঝামাঝি তিনটি কায়া-
হেঁটে চলে নির্জনতার মহাশূণ্যে;
হাঁটে নিঃশব্দে কালো ছায়ায়
চেতন-অবচেতনে পথের ঠিকানা
বিপন্ন দৃষ্টি ঘোলাটে চোখ
ভীত শঙ্কিত অস্থির সময়;
আচমকা যেন কালো মেঘের পাহাড়
ছেয়ে যায় চারিদিক
মুহুর্তেই অদৃশ্য তিনটি কায়া
শুধু রেখে যায় ভয়! ভয়!! ভয়!!!

মাটির পুতুল

নদীর ঢেউয়ে ভাসমান খেয়া
সময় পেরিয়ে যায় সময়ের নিয়মে
কিছু কিছু মানুষ এখনো
মুখোশ পরে গাঢ় অন্ধকারে;
স্মৃতির ক্যানভাসে জলছবি
কল্পনায় মাটির পুতুল
পুতুলটি কাঁদলো, অঝোর কান্না
হয়ত বা কেউ একজন
বয়ঃসন্ধি থেকে দুরন্ত জোয়ারের কাল
কাটিয়েছে পুতুলের পাশে শুয়ে...
গোপনে চলতো মান-অভিমান
সময় আড়মোড় ভাঙ্গে
কল্পনা থামে স্টপেজে....
ইশ্ পুতুল না হয়ে মানুষ হলে !

কুয়েত প্রবাসী সেলিম রেজা, কুয়েত ইউনিভার্সিটিতে প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত।